চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গৃহবধূর প্রাণহানি

চুয়াডাঙ্গায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুন(৩২) চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার শেকড়াতলার মাঝের পাড়ার মাসুদ রানা রিন্টুর স্ত্রী। তার দুটি কন্যা সন্তান আছে। এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত প্রায় এক মাসের কাছাকাছি সময় ধরে ডেঙ্গু পরিক্ষার কোন ডিভাইস নাই।

নিহত গৃহবধূ মুক্তা খাতুনের ভাই মনিরুল জানান, ১২ দিন আগে বোনটার জ্বর হলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষা করি। সেখানে ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এরপর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। চারদিন আগে জ্বর ভয়াবহ হলে কুষ্টিয়া মেডিকেলে নিই। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক ৪ ডিসেম্বর রাত্রে ঢাকা মেডিকেলে রেফার করেন। ঢাকা মেডিকেলে দু’দিন ভর্তি ছিল। এরপর আজ শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. ওয়াহিদ মাহমুদ রবিন বলেন, রোগীর ডেঙ্গু পজিটিভ হওয়ার পর আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আমরা মুক্তা খাতুন কে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেলে পাঠায়। তবে ডেঙ্গু জ্বরে তার লিভার ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল। এজন্য তিনি মারা গেছেন।

পৌরসভা এবং মহল্লাবাসীর অভিযোগ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় দীর্ঘদিন ধরে মশক নিধন অভিযান নেই। এছাড়া চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের কোন সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারনাও নেই। সদর হাসপাতালে ঠিকমতো চিকিৎসা পাওয়া যায় না।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ল্যাব ইনচার্জ আমজাদুল ইসলাম জানান, জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কেউ হাসপাতালে আসলে তাকে প্রাথমিকভাবে এনএস ওয়ান পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিনা তা ধরা পড়ে। এরপর জ্বর ১ থেকে ৩ দিন সর্বোচ্চ ৫ দিন পর্যন্ত হলে আইজিজি এবং আইজিএম পরীক্ষা না করলে ডেঙ্গু পজিটিভ কিনা ধরা পড়ে না। গত ১৫ দিন হলো সদর হাসপাতালে আইজিজি, আইজিএম ডিভাইস শেষ হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৩ বার চাহিদা দিয়েও পাওয়া

যায়নি।

তিনি আরো জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে গত ১ মাসে ২৫৬ জন রোগী পরীক্ষা করানো হয়েছে। এর মধ্যে ৬০ জন ডেঙ্গু পজিটিভ হয়েছে।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বিদ্যুৎ কুমার বিশ্বাসের সরকারী নম্বরটি বন্ধ পাওয়ার কারণে যোগাযোগ করা যায়নি।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাৎ হাসান বলেন, হাসপাতালের কোন বিষয় আমি জানি না। হাসপাতালের ওষুধ, পরীক্ষার ডিভাইস, রোগীর চিকিৎসা এটি তত্ত্বাবধায়কের দ্বায়িত্ব।

তবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে বর্তমানে ৯ জন ডেঙ্গু পজিটিভ রোগী ভর্তি রয়েছেন।

দর্শনায় মোটরসাইকেল মিস্ত্রী হেলালসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ টি সোনার বারের মত লোহার টুকুরো ও ২ লাখ ৩৪ টাকা চেক বই ৪টি মোবাইল ও একটি এ্যাপাচি মোটরসাইকেলসহ মিস্ত্রী হেলাল (২৮) ও সৌরভ (১৬) কে আটক করেছে।

আটককৃত হেলাল ও সৌরভ দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের আয়ুব আলীর ছেলে সৌরভ পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আশরাফুলের ছেলে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে দর্শনা বিওপির বিশেষ টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মেইন গেটের লিয়াকত আলী মার্কেটের দোকান নং-০৫, আব্দুল্লাহ আল আমিন অটো (হোন্ডা গ্যারেজে।

এ সময় বিজিবি সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৫/৩-এস হতে

আনুমানিক ০৩ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের ভিতরে গ্যারেজ ও মোটরসাইকেল তল্লাশি করে। সে সময় বিজিবি তাদের কাছ থেকে ১২টি স্বর্ণের বারের মতো তৈরীকৃত লোহার টুকরো (সোনালী রং করা), ০৪টি স্বর্ণের বারের মতো তৈরীকৃত লোহার টুকরো (রং বিহীন), বাংলাদেশী নগদ ২ লাখ ৩৪ হাজার ১৫০ টাকা, বিভিন্ন নামে ০৩টি ড্রাইভিং লাইসেন্স, ০১টি স্বর্ণ চোরাচালানে ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের খালি ব্যাটারি, ০৩টি মোটর সাইকেল এর নাম্বার প্লেট, ০১টি জনতা ব্যাংক এর চেক বই, ০১টি আইএফ আইসি ব্যাংক এর চেক বই উদ্ধার করেছে।

আটককৃত চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে দর্শনা বিওপি কমান্ডার জিয়াউর বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের দুই নেতা কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার আইলহাস ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চাঁদ আলী ও হারদী ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইমতিয়াজ নিপ্পনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার (৪ ডিসেম্বর) রাতে থানা পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করেছে। বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচিতে হামলা মামলায় চাঁদ আলীকে ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা মামলায় ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন – উপজেলা আইলহাস ইউনিয়নের আইলহাস গ্রামের মৃত সদর আলীর ছেলে ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক চাঁদ আলী (৪৭)। অন্যজন হারদী ইউয়িনের হারদী গ্রামের শেখপাড়ার মিজানুর রহমানের ছেলে ইউনিয়ন যুবলীগের সদস্য ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পন (২৭)।

ইতোপূর্বে লক্ষীপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে মহাসীন আলী বাদী

হয়ে ৯ নভেম্বর রাতে ৪২ জনের নাম উল্লেখসহ আরও ৫০/৬০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রয়ারি বেলা সাড়ে ৩টায় বিএনপির কেন্দ্রীয় ঘোষিত ইউনিয়ন পদযাত্রার কর্মসুচি থাকায় মহাসিন আলীসহ ৩০/৪০ জন বিএনপি নেতাকর্মি পদযাত্রায় অংশ গ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের হায়দার মোড়ে পৌঁছলে আওয়ামীলীগের উশৃংখল নেতা-কর্মিরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে পরিকল্পিতভাবে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা, মারপিট করে ও ককটেল বিষ্ফোরণ ঘটায়। ৫ টি মোটরসাইকেল কেড়ে নেওয়া হয়।

বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মাথা ফাটিনো ও হাত ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনায় ৪৭ জন নামীয়সহ ৬০/৭০ জন অজ্ঞাত আওয়ামীলীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীকে আসামি করে পার দুর্গাপুরের ওবায়দুল্লাহ বাদী হয়ে গত ১৬ আগস্ট মামলা দায়ের করেন।

উল্লেখ্য, গত ৪ আগস্ট বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা আলমডাঙ্গা এ টিম মাঠ, হারদী ও ভাংবাড়িয়া গ্রামে সমাবেশের কর্মসূচি দেয়। আলমডাঙ্গা ও হারদী সমাবেশে শিক্ষার্থীরা আসা শুরু করলে তাদের উপর আতর্কিতে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। আন্দোলনে আসা ৪৭ জন শিক্ষার্থীকে পেটানো হয়। এদের মধ্যে ১৯ জন গুরুত্বর জখম হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, গত বছর কেন্দ্র ঘোষিত পদযাত্রায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর হামলা মামলায় চাঁদ আলীকে ও ইমতিয়াজ মিজান নিপ্পনকে বৈষম্য বিরোধি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নির্বিচারে পিটিয়ে মাথা ফাটিনো ও হাত ভেঙ্গে দেওয়া মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় কৃষকদের মাঝে হাইব্রিড জাতের ধান বীজ বিতরণ

আলমডাঙ্গায় চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে উচ্চ ফলনশীল অ্যারাইজ আই এন এইচ ১৬০১৯ হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের সামনে এ বীজ বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম।

এসময় উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভিনের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মাহমুদুল হক আলম, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) তৌহিদুল ইসলাম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, বিআরডিবির কর্মকর্তা শায়েলা শারমিন, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আখিঁ প্রমূখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, এই ধান বাদামি ঘাসফড়িং সহনশীল এবং পাতাপোড়া রোগপ্রতিরোধী। ধানটি অধিক ফলন হওয়ায় অধিক লাভবান হবেন চাষিরা।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভিন বলেন, ৫০ জন চাষীর মাঝে ১০০ কেজি ধানের বীজ বিতরণ করা হয়। ক্রমান্বয়ে আরও বিতরণ করা হবে।

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা কর ফ্যাসিবাদ ধ্বংস কর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে একটি শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে

ভূমিকা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দর্শনা শাহরিয়ার মুগ্ধ মঞ্চ চত্বরে বৈষময় বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে সব ধর্মের মানুষের একত্রিতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের যুগ্ন আহবায়ক ও দর্শনা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক অনিক।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর বিএনপি প্রধান সমন্বয়ক ও জেলা বিএনপির সদস্য মোঃ হাবিবুর রহমান বুলেট।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব উত্তম কুমার দেবনাথ রঞ্জন, দর্শনা পৌর বিএনপি অন্যতম সমন্বয়ক মোঃ নাহারুল ইসলাম মাষ্টার, মোঃ ইকবাল হোসেন, দর্শনা পৌর জামাতের আমির সাইকুল আলম অপু, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল,দর্শনা থানা যুবদলের আহবায়ক জালাল আহমেদ লিটন, যুগ্ন আহবায়ক সরোয়ার হোসেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা সহ তিন থানার হরিজন সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমর বাস ফোঁড়, দর্শনা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সমন্বয় আজহারুল ইসলাম সোহান, চুয়াডাঙ্গা জেলা বৈষম্য আন্দোলনের যুগ্ন সদস্য সচিব তন্ময় হাসান তৌহিদ প্রমুখ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় কারিতাসের উদ্যোগে হুইল চেয়ার বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে কারি তাস বাংলাদেশ SDDB প্রকল্পের আয়োজনে ৫ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে হুইল চেয়ার বিতরন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আ:করিম বিশ্বাস, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সহ-সভাপতি করম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম টুটুল, প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, সাজিবার রহমান, সিরাজুল ইসলাম মেম্বর, মনিরুজ্জামান মন্টু মেম্বর, মাহবুবুর রহমান, আ:সালাম,বিল্লাল হোসেন, দেলোয়ারা, আনেহার, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা শাহাবুবুর রহমান, হিসাবরক্ষক মতিয়ার রহমান, উদ্যোক্তা হারুন, হীরা, ওমেদুল, কারিতাস এসডিডি প্রকল্পের কার্পাসডাঙ্গা উন্নয়ন কমিটির সভাপতি সুদিন সরকার, আলাউদ্দীন মাস্টার, আনসার আলী, আহসান, কিতাব।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এসডিডি প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার বাপ্পা মন্ডল।

দর্শনা সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজনে দর্শনা শত্রুমুক্ত দিবস পালন

আগুনের মুক্তিতে আনন্দের শিখা শ্লোগানে দর্শনায় ৪ ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদায় শত্রু মুক্ত দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকালে জেলার ঐতিহ্যবাহি সাংস্কৃতিক সংগঠন” দর্শনা সাংস্কৃতিক সংসদ”এর আয়োজনে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা, লাঠিখেলা, কবিতাবৃত্তি দেশগান ও শহীদ বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে ৪ ডিসেম্বর দর্শনা শত্রুমুক্ত দিবস পালন করা হয়েছে।

ঐদিন বিকাল ৪ টায় শোভাযাত্রাটি দর্শনা সরকারি কলেজ মাঠ থেকে শুরু করে কেরু চিনিকলের আনন্দবাজারের বীর শহীদ স্মৃতিসৌধে এসে শেষ হয়। পরে সাংস্কৃতিক সংসদের নেতৃবৃন্দরা শহীদদের আত্নার প্রতি এক মিনিট দাড়িয়ে নিরাবতা পালন করারপর শ্রোদ্ধা জানিয়ে বেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন।

এ সময় সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্ব ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, দর্শনা পৌর বিএন পির সমন্বয়ক মোঃ হাবিবুর রহমান বুলেট, যুগ্ম সমন্বয়ক মোঃ নাহারুল ইসলাম, সিডি এল পরিচালক আবু সুফিয়ান, হিন্দোল সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, দর্শনা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক অনিক, দর্শনা সাংস্কৃতিক সংসদের শত্রুমুক্ত দিবস পালনে উপ কমিটির আহবায়ক মোস্তাক আহম্মেদ মনা, সাংস্কৃতিক সংসদের সমন্বয়ক মনিরুজ্জামান ধীরু, টিটো খান, সাজ্জাদ হোসেন, শেখ সাজু, রাশেদ আহম্মেদ, বলরাম কুমার, আনোয়ার জোয়ার্দার সহ ১৫ টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক কর্মি কবি, সাহিত্যিক সাংবাদিকগন উপস্হিত ছিলেন। পরে রাত সাড়ে ৭ টার দিকে কেরুজ ক্লাবমাঠে আনন্দযাত্রা ও বিজয়ালেখ্য শ্রোগানে এক মন মাতানো সাংস্কৃতিক অনুস্ঠানের মধ্যে দিয়ে দর্শনা শত্রুমুক্ত দিবসের কর্মসুচি শেষ হয়।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর এ অন্চলের অকুতোভয় বীর মুক্তি যোদ্ধাদের রক্ত ও শহীদ হওয়ার বিনিময়ে দর্শনা শত্রুমুক্ত করে দেশ স্বাধীন করেন।সে থেকে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে দর্শনা বাসি পালন করে আসছে।

আলমডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের আগরতলাস্থ উপ-হাইকমিশনে হামলার প্রতিবাদে আলমডাঙ্গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে পৌর এলাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান সড়ক ঘুরে আলতায়েবা মোড়ে জমায়েত হয়।

উপস্থিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র বলেন, শেখ হাসিনা ভারতে বসে

বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তারা এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে হুমকি দিয়েছে।

বাংলাদেশের ছাত্র-জনতা এর দাঁতভাঙা জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছে।” এসময় উপস্থিত ছিলেন মুসাব, কাজল, আরাফাত, রাকিব, শামীম, সলেহীন, রাতুল শাকিবসহ আলমডাঙ্গার সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে শত্রুমুক্ত দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন ও র্যালির মধ্য দিয়ে শত্রুমুক্ত দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১০ টায় দর্শনা পুরাতন বাজার মুক্তিযোদ্ধা অফিসে এই উপলক্ষে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন করা হয়।

আজকের এই দিনে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে পাক হানাদার মুক্ত করেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা। প্রতিবছরের ন্যায় এই দিনে দর্শনা শত্রু মুক্ত দিবস পালন করা হয়।

আজ বুধবার সকালে অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক কমরেড অ্যাডভোকেট মোঃ শহিদুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কমরেড সৈয়দ মজনুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা শত্রুমুক্ত দিবস পালন কমিটির আহবায়ক সাবেক উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা বেলাল হোসেন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রেজাউল করিম, সাবেক দর্শনা পৌর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাফিজুর রহমান মোল্লা, মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার ইসলাম বাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী মাস্টার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান

প্রমুখ। পতাকা উত্তোলন শেষে দর্শনা পৌর মুক্তিযোদ্ধা অফিস থেকে একটি র্যালির বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

দর্শনায় চুরি মামলার আসামী মৃলহোতা জনিসহ গ্রেফতার ৭

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে চুরি মামলার মৃল হোতা আকন্দবাড়িয়ার জনিসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানায়ায় গতকাল মঙ্গলবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় বিভিন্ন গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় বিভিন্ন ধারার অন্তর্ভুক্ত আসামী পরাণপুর গ্রামে সন্ধা সাড়ে ৭ টার দিকে পরান গ্রামের পুকুরের পাশে বসে গল্প করার সময় পুলিশ তাদের ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো মিজানুর রহমানের ছেলে আব্দুলাহ ওরফে টুইজ (২২), জয়নাল আবেদীনের ছেলে ফিরোজ (১৮), গোলাম মিয়ার ছেলে সাইদুর রহমান সাঈদ (২৫), আবু বক্করের ছেলে মোঃ সেলিম হোসেন (৪২), আকুন্দবাড়ীয়া গ্রামের আক্তারুল ইসলামের ছেলে ইন্তাদুল (৩৫), শান্তি পাড়ার পর্বত মিয়ার ছেলে মোহন (২৫) ও আকন্দবাড়ীয়া গ্রামের আঃ রহমানের ছেলে চিহুত চোর ও আলোচিত মাদক ব্যাবসায়ী মাহাবুবুর রহমান জনি (৩৫) কে গ্রেফতার করে।

পরে গ্রেফতারকৃতদের কে চুয়াডাঙ্গার আদালতে সোপর্দ করলে বিজ্ঞ আদালত তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করে।